জনাব মোঃ আবদুল হালিম, ভারপ্রাপ্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়- এর
বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যক্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে মেহেন্দিগঞ্জে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্ভাবনা বিষয়ে মতবিনিময় সভার প্রতিবেদন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম গত ০৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ শুক্রবার সকাল ১০:০০ টায় বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যক্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে মেহেন্দিগঞ্জে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্ভাবনা বিষয়ে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। এসময় তিনি নদী বিধৌত মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব দীপক কুমার রায়সহ সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

০১। অলোচনাঃ

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও পবিত্র গীতা পাঠের মাধ্যমে শুরু হয় আলোচনা অনুষ্ঠান। স্বাগত বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব দীপক কুমার রায় বলেন, মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা সম্পূর্ণ নদী বেষ্টিত। বরিশাল শহরের সাথে নৌপথ ছাড়া অন্য কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। এখানে নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। পান সুপারি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। তবে কৃষি বা মৎস্যভিত্তিক কোন শিল্প গড়ে উঠেনি। পাতারহাট বাজার বরিশাল বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাজার। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। ঢাকা থেকে নৌপথে সরাসরি এ বাজারে মালামাল আসে। এজন্য এখানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্ভাবনা আছে। চাঁদপুরের হাইমচর এলাকা সংলগ্ন মেঘনা নদীর ভেতরে একটি চরে আড়াই হাজার একর খাস জমি রয়েছে। পৌরসভার পাশেই রয়েছে আড়াইশ একর খাসজমি। সরকারিভাবে শিল্প স্থাপন করতে জমি অধিগ্রহণের কোন ঝামেলা নেই। এখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে উৎপাদন ব্যয় কম হবে। নদীপথে পরিবহন ব্যয়ও কম হবে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করলে উপজেলা প্রশাসন তাদের সহায়তা প্রদান করবে।

আলোচনায় সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ভারপ্রাপ্ত শিল্প সচিব জনাব আবদুল হালিম। আলোচনার শুরুতে তিনি বলেন, আমাদের এ অঞ্চল কৃষি নির্ভর ছিল। ১৯৪৭ সালের আগে তেমন শিল্পায়ন হয়নি। তবে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। তিনি সারাদেশে শিল্পায়নের উদ্যোগ নেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৭ সালে আইনের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোক্তা তৈরির উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর জন্ম হয়। ফলে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে বড়বড় প্রতিষ্ঠানে রূপলাভ করে। বর্তমানে দেশে গার্মেন্টস, চামড়া, ওষুধ শিল্পের বিকাশ হয়েছে। আমাদের ওষুধ যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৫০টি দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। ওষুধের কাঁচামাল যাতে বিদেশ থেকে আমদানি করতে না হয় সেজন্য মুন্সিগঞ্জে ওষুধ পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও বরিশালে তেমন শিল্পায়ন হয়নি। কারণ আমাদের ব্যবসায় মন নেই। অথচ উদ্যোক্তা হলে ব্যবসার মাধ্যমে বেশি উন্নতির সম্ভাবনা থাকে। আমরা কৃষিপণ্য উৎপাদন করি। এর সাথে ভ্যালু যোগ করলেই তা শিল্প পণ্যে রূপান্তরিত হয়।

এরপর উন্মুক্ত আলোচনার আহবান জানানো হয়। উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীরা নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। কলেজ শিক্ষক জনাব শহিদুল ইসলাম বলেন, মেহেন্দিগঞ্জে ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। তবে ২৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এই বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হলে শিল্পায়ন দরকার। ঢাকায় এ উপজেলার কমপক্ষে ৫০ হাজারের অধিক শ্রমিক কাজ করছে। এখানে শিল্প স্থাপন করা হলে কম দামে শ্রম পাওয়া যাবে। এছাড়াও নদীপথে কম খরচে পণ্য পরিবহন করা যাবে। এ এলাকায় গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠা করলে উদ্যোক্তারা এসব সুবিধা পাবেন। দেশরত্ন শেখ হাসিনা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আনোয়ার হোসেন বাবুল বলেন, ঢাকার রঙ কারখানার বেশিরভাগ শ্রমিক মেহেন্দিগঞ্জের। মেহেন্দিগঞ্জে রঙ তৈরির কারখানা হতে পারে। মৎস্য প্রসেসিং জোন করা যেতে পারে। উলানিয়ায় জাহাজ নির্মাণ/পুণঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের কারখানা স্থাপন করা যেতে পারে। সেখানে মেঘনা নদীর পাড়ে অনেক জায়গা আছে। ইপিজেডও হতে পারে। মেহেন্দিগঞ্জের যেসব সন্তান ব্যবসায়ের সাথে জড়িত আছেন তাদের সত্যিকার অর্থে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা জনাব শাহ আলম বয়াতি বলেন, এলাকার শিল্পায়নের সাথে মুক্তিযোদ্ধারা সহায়ক ভূমিকায় থাকতে চাই। দুর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব রুনা লায়লা বলেন, এলাকায় অনেক নারী বেকার বসে থাকেন। এদের প্রশিক্ষণ দেয়া হলে নিজেরাই

উদ্যোক্তা হতে পারবেন। নারীদের তৈরি হস্তশিল্প, বুটিক, বাটিকের পণ্যের চাহিদা রয়েছে। পাতারহাট বাজারের ব্যবসায়ী জনাব শহিদুল হক সুমন ফরাজি বলেন, বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও শিল্পায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মেহেন্দিগঞ্জেও অনেক সম্ভাবনা আছে। আগে এই চিন্তাভাবনা ছিলনা। আজকে এই সভায় যোগ দিয়ে আমাদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। সাংবাদিক জনাব মনির দেওয়ান বলেন, এখানে প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হলে আইটি কেন্দ্রিক অনেক উদ্যোক্তা তৈরি হবে। কষ্টের বিষয় হলো- ঢাকা থেকে ডিম এনে এলাকার চাহিদা মেটাতে হয়। উদ্যোক্তা ও শিক্ষক জনাব এইচএম হাসান মাহমুদ সাঈদ বলেন, ব্যবসার উদ্যোগ নিয়ে অনেক বিধি নিষেধের কবলে পড়ে এগিয়ে যেতে পারছিনা। ব্যাংকের ঋণ পেতে কষ্ট হয়। উদ্যোক্তারা যাতে ঝরে না পড়েন সেজন্য ভূমি অফিস, বিদ্যুৎ অফিস ও ব্যাংকের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের অনুরোধ জানাচ্ছি। সাবেক মৎস্য কর্মকর্তা জনাব শাহজাহান মোল্লা বলেন, আমার চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে স্থানীয়ভাবে মাছের খাবার তৈরি করতে চাই। এজন্য সবার সহযোগিতা কামনা করছি। বন্দর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি জনাব ইসহাক খান বলেন, ক্ষুদ্র শিল্প দিয়ে জাপান বিশ্বযুদ্ধের ধকল উৎরে যেতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের প্রযুক্তির সাথে দৌড়াতে হবে। তাদেরকে অনুসরণ করে আমাদেরকেও কুটির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। আমাদের কাঁচামাল হিসেবে অনেক মাছের যোগান রয়েছে। অথচ এ মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের কোন ব্যবস্থা নেই। এমনকি বরফও বাইরে থেকে আনতে হয়। ওষুধ ব্যবসায়ী জনাব সুবাস চন্দ্র সরকার বলেন, এখানে ওষুধ শিল্প স্থাপন করা যায়। সাংবাদিক কাঞ্চন আলী বলেন, মেহেন্দিগঞ্জে অনেক ভেড়া পালন করা হয়। ভেড়ার পশম ভিত্তিক কারখানা স্থাপন করলে উদ্যোক্তারা লাভবান হবেন। মেহেন্দিগঞ্জ সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোস্তাফিজুর রহমান মেহেন্দিগঞ্জ সদর এলাকা শিল্পবান্ধব বলে উল্লেখ করেন। মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ খোরশেদ আলম (ভুলু) বলেন, একসময় মেহেন্দিগঞ্জে বিদ্যুৎ ছিলনা। যোগাযোগ ভালো ছিলনা। এখন বিদ্যুতের সমস্যা নেই। নদীপথে ঢাকার সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের সামনে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এখন ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসতে হবে।

২। ভারপ্রাপ্ত সচিবের নির্দেশনাঃ

২.১) এ উপজেলার সম্ভাবনাময়ী উদ্যোক্তাদের নিয়ে উপজেলা প্রশাসনকে মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে। তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট স্টান্ডিং কমিটিকে কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে। উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগ যেমন মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ, যুব উন্নয়ন, মহিলা বিষয়ক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ সহায়তা প্রদান করতে হবে।

২.২) এলাকায় পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট গাইড ট্যুর কোম্পানিগুলোর সাথে যোগযোগ করতে হবে। মেহেন্দিগেঞ্জের প্রতিটি পর্যটন স্পট যাতে নৌপথে পর্যটকরা ঘুরে দেখতে পারেন সেজন্য একটা প্যাকেজ তৈরী করতে হবে। রিভার ক্রুজিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৩) উপজেলায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলায় উদ্যোক্তাদের সুযোগ দিতে হবে।

২.৪) সম্ভাবনা ক্ষেত্রগুলো খুঁজে নিয়ে যাচাই করে দেখতে হবে। প্রবাসিদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

২.৫) বাল্যবিয়ে মানুষের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। এজন্য বাল্যবিয়ে যাতে না হতে পারে সেজন্য যারা বিয়ে পড়ান তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২.৬) পায়রা বন্দর চালু হয়েছে। এতে মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার সম্ভাবনা বেড়েছে। এ বিষয়টি লোকজনকে জানাতে হবে। স্কুল কলেজের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যবসা উদ্যোগ নিয়ে কথা বলতে হবে।

২.৭) প্রকৃত ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা সহজ করতে হবে।

২.৮) এলাকার স্বল্প শিক্ষিত বেকার তরুণ তরুণীদের প্রশিক্ষণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এ প্রেরণ করতে হবে।

২.৯) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনকে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

২.১০) সরকারি খাসজমি দখলমুক্ত রেখে তা কোন শিল্পের কাজে ব্যবহার করা যায় তা বের করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র দিতে হবে।

৩। বাস্তবায়নেঃ

ক) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), ঢাকা
খ) যুগ্ম সচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়
গ) জেলা প্রশাসক, বরিশাল
ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল
ঙ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল
চ) উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়ে গৃহীত কার্যক্রম শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
১৪/১১/২০১৮
কাজী মোঃ সায়েমুজ্জামান
ভারপ্রাপ্ত সচিবের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকরী সচিব)
শিল্প মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ০২-৯৫৬৩৫৮২
ই-মেইলঃ saemsaimum@gmail.com

স্মারক নম্বর: ৩৬.০০.০০০০.০২১.১৬.০০৩.১৮-১৮৭

তারিখঃ ৩০ কার্তিক ১৪২৫ / ১৪ নভেম্বর ২০১৮

বিতরণ সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। ভারপ্রাপ্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), ঢাকা
৩। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), ঢাকা
৪। অতিরিক্ত সচিব (সাধারণ) (বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা থেকে আগ্রহী বেকার নারী পুরুষকে বিটাকের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী চাকরির সুযোগ সংস্থানে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক, বিটাক-কে পত্র দেয়ার জন্য অনুরোধসহ)
৫। অতিরিক্ত সচিব (রিবা ও বেখা), শিল্প মন্ত্রণালয়
৬। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল
৭। যুগ্ম সচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়
৮। জেলা প্রশাসক, বরিশাল
৯। চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান/ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল
১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল
১১। বিভাগীয় কর্মকর্তা (সকল), মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল

ভারপ্রাপ্ত সচিবের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকরী সচিব)
শিল্প মন্ত্রণালয়